# মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

| ২৬ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | পুরুল্যা | ১৭ এপ্রিল, ২০২৪, বুধবার | ৪ বৈশাখ, ১৪৩১ | দাম ৩ টাকা | মোট পৃষ্ঠা ৮ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 yr 17 Issue | Purulia | 17 April, 2024, Wednesday | 4 Baishakh, 1431 | Price- Rs.3.00 | |


## আদিবাসী ভোটই পাখির চোখ বাংলায়! বার্তা মোদীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ দিল্লিবাড়ির লড়াইয়ে বিজেপির প্রচারের অভিমুখ কী হবে, তা অনেক আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতির আসনে দ্রৌপদী মুর্মুকে বসানো সময়ে বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আদিবাসী সমাজের ভোটকে বিজেপির ঝুলিতে একত্রিত করেই তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার সোপান তৈরি করতে চান তিনি। সেই সময় থেকে বিজেপি আদিবাসী সমাজকে শ্রদ্ধা করে, উন্নতি চায়— এমন প্রচার শুরু করে দেয় পদ্মশিবির। বৃহৎ সংখ্যায় আদিবাসী ভোটার থাকা বালুরঘাটের প্রচারে এসে সেই বার্তাই স্পষ্ট করে গেলেন মোদী। বিজেপির ইস্তাহার থেকে সন্দেশখালি সব কিছু তাঁর বক্তৃতায় এলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা বলতে বেশি সময় খরচ করলেন প্রধানমন্ত্রী। বালুরঘাটে ১৫ শতাংশ আদিবাসী ভোট রয়েছে। সেই সঙ্গে তফসিলি জাতির ভোট প্রায় ২৭ শতাংশ। এই অঙ্ক মাথায় রেখে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তাঁর আসনে মোদীর সভা সঞ্চালনার দায়িত্ব দেন ওই সম্প্রদায়ের দুই প্রতিনিধিকে। আর মোদীও বক্তৃতার শুরু থেকেই স্থানীয় আবেগ ছুঁতে চান। বাংলায় শুরু করা বক্তৃতায় দেশ জুড়ে রামনবমী পালনের কথা যেমন বলেন, তেমনই দক্ষিণ দিনাজপুরের স্থানীয় দেবী বোল্লা কালীর নামও উল্লেখ করেন। এর পরে দলের ইস্তাহার নিয়ে কিছু ক্ষণ বলার পরেই মোদী দলিত, আদিবাসীদের সম্পর্কে বিজেপির ভাবনা বলতে শুরু করেন। একই সঙ্গে সেই প্রসঙ্গে আক্রমণ শানান তৃণমূলকে। সরাসরি তৃণমূলকে আদিবাসী বিরোধী বলে দাবি করেন মোদী। তিনি বলেন, "দলিত, আদিবাসী, বঞ্চিতরা তৃণমূলের দাস নয়। আদিবাসী মহিলাদের নিচু করে দেখানো তৃণমূল নিজেরাই নিচু হয়ে যাবে।" এর পরে স্থানীয় আবেগ ছুঁতে চেয়ে মোদী বলেন, "তৃণমূল সরকার বালুরঘাটের মতো সীমান্তবর্তী এলাকা, যেখানে আদিবাসী বেশি, সেখানে মানুষকে জেনে বুঝে গরিব করে রেখেছে। রোজগারের সুযোগ করতে দেয়নি, চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেয়নি।" গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এই এলাকায় তিন মহিলা বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তাঁদের দণ্ডি কাটানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে বিস্তর চাপানউতর চলে সেই সময়ে। মোদী সেই প্রসঙ্গও টেনে আনেন মঙ্গলবার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই বালুরঘাটেই তিন আদিবাসী মহিলা বিজেপিতে যোগদান করেন। ফলে তৃণমূলের গুন্ডারা সাজা দিয়েছিল।"

## অধীর ও সেলিমকে দেখা যাবে প্রথম বার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ ফোনে ফোনে জোটের কথা সেরে নিয়েছেন তাঁরা। মুখোমুখি বৈঠক ছাড়াই বাংলায় অন্তত ৩৯টি আসনে (এখনও পর্যন্ত) বাম-কংগ্রেসের বোঝাপড়া স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রার্থিতালিকা ঘোষণা, প্রচার— কোনও পর্বেই দুই শিবিরের দুই সর্বোচ্চ নেতাকে (এখনও পর্যন্ত) একসঙ্গে এক ফ্রেমে দেখা যায়নি। সেটা দেখা যাবে বৃহস্পতিবার। হাতে হাত ধরে হাঁটবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। দু'জন আবার পাশাপাশি দুই কেন্দ্র বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়ছেন। সেলিমের মুর্শিদাবাদে ভোট ৭ মে। ওই দিন জঙ্গিপুরেও ভোট। বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দেবেন সেলিম এবং জঙ্গিপুরের কংগ্রেস প্রার্থী মোর্তাজা হোসেন (বকুল)। বহরমপুরে জেলাশাসকের দফতরে সেই কর্মসূচিতে সেলিমের সঙ্গে থাকবেন অধীরও। বহরমপুরে ভোটগ্রহণ ১৩ মে। অধীর আরও কয়েক দিন পর মনোনয়ন জমা দেবেন। সেখানেও সেলিমের থাকার কথা। অধীর বলেন, "বৃহস্পতিবার মনোনয়ন দেবেন সেলিম সাহেব। ওই দিন আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকব।" আর সেলিম বললেন, "অধীরবাবু থাকবেন বলে জানিয়েছেন। এটা নিছুতলায় দু'দলের কর্মীদের যৌথ প্রচারের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।" অধীরের বহরমপুরের বেশ কয়েকটি এলাকায় সিপিএম এবং বিশেষত আরএসপি কর্মীদের মাঠে নামতে দেখা যাচ্ছিল না।

## ঝাড়গ্রামে পদ্ম-প্রার্থীকে মারধর তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুকে ঘিরে বিক্ষোভ। মারধর করা হয়েছে প্রার্থীকে। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা। প্রতিবাদে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপি প্রার্থীর। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণী এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে সাঁকরাইল ব্লকে প্রচার করছিলেন বিজেপি প্রার্থী। রোহিণী থেকে প্রচার সেরে কাঠুয়াপোলে এক কর্মীর বাড়িতে আসছিলেন প্রণত। পথে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। প্রণতের গাড়ি দেখা যেতেই উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। দ্বিগুণ উদ্যমে বিজেপি বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন উপস্থিত তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। প্রণতের গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। আর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তৃণমূল। গাড়ি থেকে নেমে আসেন প্রণতের অনুগামীরা। দু'পক্ষ মুখোমুখি চলে আসায় উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। একে অপরের বিরুদ্ধে হাতাহাতির অভিযোগ করেছে দু'দলই। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা তাঁদের প্রার্থীকে মারধর করে তাড়া করেছে। যদিও সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রার্থী প্রণত অবস্থানে বসেন। তিনি বলেন, "রোগড়ায় এক কর্মীর বাড়িতে যাচ্ছিলাম খাওয়াদাওয়া সারতে। যাওয়ার পথে আমাদের পথেই আটকে দেয় তৃণমূলের কয়েকজন দুষ্কৃতী। আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কলার ধরে। মহিলা মোর্চার নেতৃত্বকে মারা হয়"।

## '১১ লক্ষ 'বাংলার বাড়ি'র টাকা ২০২৪-এই দেব'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ ডিসেম্বরের মধ্যেই ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ নিজের বাড়ি বানানোর টাকা পাবেন। আর সেই টাকা দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। জলপাইগুড়ির প্রচারমঞ্চ থেকে এমনই ঘোষণা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের ঝড়ে কয়েক সপ্তাহ আগেই ভেঙে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। আশ্রয় হারিয়েছেন মানুষ। এই সমস্ত ঝড়দুর্গতকে অর্থসাহায্য দেওয়া নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কমিশনের টানাপড়েনও চলছে। এমন পরিস্থিতিতেই এই ঘোষণা করলেন মমতা। তিনি বললেন, "আমি কথা দিচ্ছি ১১ লক্ষ মানুষের আবাসন এই বছরেই আমরা করব।" জলপাইগুড়িতে মিনি টর্নেডোর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল বহু এলাকা। তার মধ্যে ময়নাগুড়িও ছিল। মঙ্গলবার সেই ময়নাগুড়িতই ভোটের প্রচারে এসেছিলেন মমতা। সেখানেই আবাস যোজনার টাকা না পাওয়া এবং ঝড়দুর্গতদের টাকা দিতে কমিশনের বাধা নিয়ে কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনারা জানেন, ভোট না হলে আমার কাছে এক সেকেন্ডের ব্যাপার ছিল। কিন্তু ভোট চললে আমরা অনেক কিছু করতে পারি না। কারণ, বিজেপির কমিশন বসে আছে। আমরা ওদের লিখেছিলাম বারবার। যাঁদের বাড়ি ঘর ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হোক। যাতে তাঁরা তাঁদের বাংলার বাড়ি পান। কিন্তু কমিশন বলল, 'না। যা প্রচলিত নিয়ম আছে, তাতেই হবে'।" উল্লেখ্য, এই নিয়ম অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ঝড় দুর্গতদের হাতে টাকা পৌঁছে গিয়েছে। কত টাকা পৌঁছেছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মমতা। জানিয়েছেন, কমিশনের উল্লেখ করা নিয়মে আসলে কী আছে! মমতার কথায়, "ওই নিয়ম অনুযায়ী যাঁদের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাঁরা ২০ হাজার পাবেন। যাঁদের আংশিক ভেঙে গিয়েছে, তাঁরা পাঁচ হাজার পাবেন।" তবে এই অর্থে যে কারও বাড়ি বানানো সম্ভব নয়, সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা। বলেছেন, "একটা বাড়ির উপর দিয়ে ঝড় চলে যাওয়া মানে সে বাড়ি উপড়ে ফেলার মতোই অবস্থা। আমি কথা দিচ্ছি, ১১ লক্ষ মানুষের আবাসন এই বছরেই আমরা করব। ডিসেম্বরের আগে তার টাকা রিলিজ় করব। প্রথম কিস্তি। তার মধ্যে আপনাদের বাড়িগুলোও থাকবে। বাড়িটা ভাল করে তৈরি করে নেবেন।"


**আনন্দ সংবাদ**

**মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়**

**'আমার মনে থাকা কথা'**—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
**'সময়ের অবলোকন'** —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
**'জনপথে অন্নদাতা'** —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
**'দিশাহীন পথে'** —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
**'পরিবীক্ষণ'** —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
**'অন্বীক্ষা'** —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

**সাহিত্য সংস্করণ**

**'শিকড়হীন বৃক্ষ'**— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
**'ঝুমুরের ঝংকার'**— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
**'জল ও জীবন'**— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
**মানভূম মহালয়া-১৪২৯**—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

# শিল্প-বাণিজ্য

## সংকটে টেসলা, ছাঁটাই করবে ১০ শতাংশের বেশি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ বিদ্যুচ্চালিত গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি টেসলা বিশ্বব্যাপী তাদের কর্মীর সংখ্যা ১০ শতাংশের বেশি কমাবে। কোম্পানিটির একটি নিজস্ব দলিলের ভিত্তিতে রয়টার্স এ খবর দিয়েছে। এ ধরনের গাড়ির বাজারে প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ায় টেসলার গাড়ি বিক্রি সম্প্রতি কমে গেছে, ফলে মার্কিন এই কোম্পানি খরচ কমাতে চেষ্টা করছে। বাজারমূল্যের বিবেচনায় টেসলা বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বব্যাপী তাদের কর্মীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪০ হাজার ৪৭৩ জন। রয়টার্স জানিয়েছে, ঠিক কতজন কর্মী চাকরি হারাবেন, তা টেসলার ওই অভ্যন্তরীণ দলিলে বলা হয়নি। টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক দলিলে বলেছেন, 'আমরা যখন পরবর্তী পর্যায়ের প্রবৃদ্ধির জন্য কোম্পানিকে প্রস্তুত করছি, তখন খরচ কমানো ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে আমাদের সব ধরনের বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' ওই দলিলে আরও বলা হয়েছে, এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের সব দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বৈশ্বিকভাবে কোম্পানিটির যত কর্মী আছেন, তাঁদের মধ্য থেকে ১০ শতাংশের বেশি কমানো হবে। টেসলা এটিকে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছে। রয়টার্স মন্তব্যের জন্য টেসলার সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কোনো বক্তব্য পায়নি। সোমবার শেয়ারবাজার খোলার আগে টেসলার শেয়ারের দাম দশমিক ৩ শতাংশ কমে যায়। এই মাসেই টেসলা জানিয়েছিল যে তাদের গাড়ি বিক্রি বিশ্বব্যাপী কমে গেছে। গত চার বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো এমন ঘটনা ঘটল। গাড়ির দাম কমিয়েও টেসলা এই পতন রোধ করতে পারেনি। আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই কোম্পানিটি কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনার কথা জানাল। ২০২৪ সালে গাড়ির বিক্রি কমে যাবে বলে টেসলা মনে করছে। এর আগের বছরগুলোতে টেসলার বিক্রি দ্রুত বাড়ছিল। উঁচু সুদহারের কারণে ভোক্তারা এখন দামি পণ্য অনেকটাই এড়িয়ে চলছেন। আর এই সময়ে টেসলা তাদের পুরোনো মডেলগুলো বাদ দিয়ে নতুন মডেলের ইলেকট্রিক গাড়ি আনতে পারছে না। ঠিক এই সময়েই এমন ধরনের গাড়ির বৃহত্তম বৈশ্বিক বাজার চীনে স্থানীয় গাড়ি নির্মাতারা নতুন মডেলের কম দামের গাড়ি বাজারে ছাড়ছে। রয়টার্স এ মাসেই এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল যে টেসলা কম দামি গাড়ি তৈরির একটি পরিকল্পনা বাতিল করেছে। অনেক দিন ধরেই টেসলা এমন একটি গাড়ি বাজারে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল।

## আজ আবারও কমেছে জ্বালানি তেলের দাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সুদহার শিগগিরই কমছে না—বাজারে এই খবর চাউর হওয়ার প্রভাব পড়েছে তেলের বাজারে। আজ সোমবার সকালে এশিয়ার বাজারে তেলের দাম কমেছে। গত সপ্তাহে তেলের দাম ২ থেকে ৩ শতাংশ কমেছিল, আজ আবার দাম কমার মধ্য দিয়ে চলতি সপ্তাহটাও শুরু হলো তার জের দিয়ে। আজ সকালে এশিয়ার বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৩৪ সেন্ট কমে ৮১ দশমিক ২৮ ডলারে নেমে এসেছে; অন্যদিকে ইউএস টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট বা ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ৩৩ সেন্ট কমে ব্যারেলপ্রতি ৭৬ দশমিক ১৬ ডলারে নেমে এসেছে। খবর রয়টার্স। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এএনজেডের বিশ্লেষকেরা নোটে লিখেছেন, তেলের দাম বাড়তে পারে—এমন কোনো নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়নি। একদিকে ওপেক ও সহযোগী সদস্যদেশগুলো তেলের উৎপাদন হ্রাস করছে; অন্যদিকে চীনের মতো দেশে চাহিদা কমে গেছে। বাস্তবতা হচ্ছে, তেলের বাজার এই দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার মধ্যে আটকা পড়েছে। ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়েই যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ইসরায়েল-হামাস সংকট চলছে। কিন্তু এই দুটি বড় ঘটনা তেলের সরবরাহে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা বিশ্লেষক জেক সালিভান গতকাল রোববার সিএনএনকে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র, মিসর, কাতার ও ইসরায়েলের প্রতিনিধিরা বন্দী বিনিময় চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন। যদিও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এ ধরনের চুক্তি আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। মূলত গত সপ্তাহে তেলের দাম হ্রাসের ধারাবাহিকতায় আজ তেলের দাম কমেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির হার এখনো লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে না আসায় নীতি সুদহার কমানোর সিদ্ধান্ত আরও দু-তিন মাস পিছিয়ে যাবে—এমন খবর চাউর হওয়ার জেরে গত সপ্তাহে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ২ শতাংশ আর ডব্লিউটিআইয়ের দর ৩ শতাংশ কমেছে। এএনজেডের বিশ্লেষকেরা বলেছেন, আগামী সপ্তাহে তেলের মজুত কমার সম্ভাবনা আছে, তখন তেলের দাম কিছুটা বাড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গত সপ্তাহে বলেছে, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহে জ্বালানি তেলের মজুত ৩৫ লাখ ব্যারেল বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪ কোটি ২৯ লাখ ব্যারেলে উন্নীত হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বিশ্লেষকদের নিয়ে যে জরিপ করেছিল, এই মজুত বৃদ্ধি তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এদিকে, ইউক্রেনে সামরিক অভিযান চালানোর জেরে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে পশ্চিমা দেশগুলো। এতে নেতৃত্ব দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা দিলেও যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই রাশিয়ার তেল যাচ্ছে। তবে সরাসরি রাশিয়া থেকে তেল কিনছে না দেশটি। রাশিয়া থেকে কেনা অপরিশোধিত তেল শোধন করে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করছে ভারত। এই তেল আনা হচ্ছে 'ছায়া ট্যাংকার' বহর ব্যবহার করে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা দেশের একটি হয়ে উঠেছে ভারত। জানা গেছে, শুধু গত বছরই রাশিয়ার কাছ থেকে রেকর্ড সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার সমমূল্যের অপরিশোধিত তেল কিনেছে ভারত।

সোনা (১০গ্রাম): ৭২২৬৬
রূপা (১ কেজি) : ৮৩০৭১
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৩৯

### শেয়ার বাজারের হালচাল

| | |
|---|---|
| সেনসেক্স— | ৭২৯৪৩.৬৮ |
| নিফটি— | ২২১৪৭.৯০ |
| ন্যাসডাক— | ১৬১৭৫.০৯ |
| এ.সি.সি— | ২৪৫৩.০০ |
| ভারতী টেলি— | ১২১২.৫৫ |
| ভেল— | ২৫৭.৩৫ |
| এল এন্ড টি — | ৫৩১৬.০০ |
| টাটা মোটর্স— | ৯৯২.৪৫ |
| টি.সি.এস. — | ৩৮৭২.৩০ |
| টাটা স্টিল— | ১৬০.০৫ |
| ডাবর — | ৫০৪.০০ |
| গোদরেজ — | ৮৪০.৯৫ |
| এইচ.ডি.এফ.সি. – | ১৫০৯.৪০ |
| আই.টি.সি.— | ৪২৫.৯৫ |
| ও.এন.জি.সি.— | ২৮৩.০৫ |
| সিপলা — | ১৩৮৪.৩০ |
| গ্রাসিম ইন্ডা— | ২২৪৩.০৫ |
| এইচ.সি.এল.টেক— | ১৪৭৬.৩০ |
| আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক— | ১০৭৮.৮০ |
| সেল— | ১৪৯.৩০ |
| স্টেট ব্যাঙ্ক— | ৭৫১.৯০ |
| সিমেন্স— | ৫৫৩৩.৩৫ |
| ফাইজার— | ৪১০৫.১০ |
| ইউনিটেক— | ১১.৪৫ |
| উইপ্রো— | ৪৪৮.৬০ |
| ডা. রেড্ডি– | ৬০৩৮.০০ |
| মারুতি— | ১২৫০৩.১৫ |
| র‍্যানবক্সি— | ৮৫৯.৯০ |
| অ্যাক্সিস ব্যাংক— | ১০৫২.৮০ |
| টি সি আই — | ৮৫৮.৫৫ |
| মহানগর টেলি — | ৩৪.৮৮ |
| ম্যাঙ্গালোর রিফা— | ২২৫.৪৫ |
| আই পি সি এল— | ৪৮৩.১০ |

আজকের দিন

### আজ ১৭ এপ্রিল

**১৯৪৬**

এই দিন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস নামে একটি সংস্থার উদ্বোধন হয়। এটি আসলে রাষ্ট্রসংঘের বিচারবিভাগ। মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে সব দেশ শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল তাদেরকে এই কোর্ট অব জাস্টিসে নিয়ে আসা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট আইনজীবীরা এখানে সমবেত হয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের ডাকে। বাঙালি আইনজীবী রাধাবিনোদ পালও এদের মধ্যে ছিলেন। তবে এই আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাউকেই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আনা যায়নি রাধাবিনোদ পালের প্রতিবাদেই। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস তার যুক্তি মেনে নিয়েছিল যে, যুদ্ধ এবং দেশপ্রেমকে সম্পূর্ণ আলাদা হিসেবেই দেখতে হবে। নেতাজি কখনই যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক নেতা। অবশ্য ব্রিটেন আজাদ হিন্দ ফৌজকে চিরকাল যুদ্ধাপরাধী হিসেবেই চালাবার চেষ্টা করে এসেছে।

### বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

**ফাল্গুনি মাহান্তি,** বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

**বিনয় রায়,** বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

**আশীষ ব্যানার্জী,** রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

**রবীন্দ্রনাথ বল,** নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

### শব্দজাল- ৫৯১৬

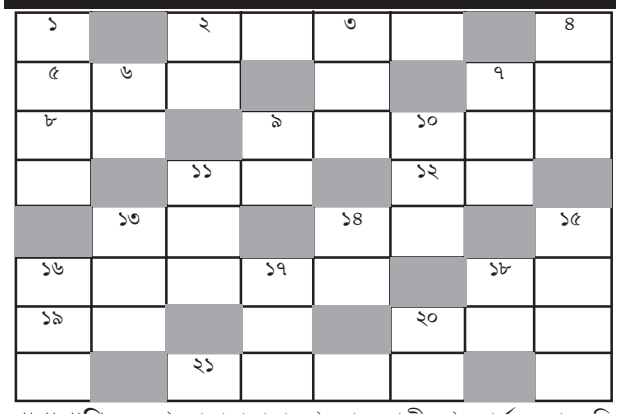

**পাশাপাশি** ঃ- ২) দাঙ্গাহাঙ্গামা ৫) ভ্রাতৃষ্পুত্রী ৭) কার্তুজ বা গুলি ৮) বিশাল ..... বৃক্ষ ৯) তত্ত্বাবধান ১১) গ্রহরত্ন পরিমানের একক ১২) বক্ষ ১৩) বখরী বা ছাগল ১৪) রন্ধন ১৬) নকল ১৮) মজবুত ১৯) সজ্জা ২০) কর্মহীন ২১) অনিমন্ত্রিত।

**উপরনীচ** ঃ- ১) সূর্য ২) নৌকার চালক ৩) মধ্যম ৪) ..... আবুল কালাম ৬) অট্টালিকা তৈরির অন্যতম উপাদান ৭) নলাকৃতির ফাঁপা বস্তুকে জ্যামিতির ভাষায় যা বলা হয় ৯) স্বামী ১০) শঙ্কর মাছের ..... ১১) ধোপা ১৩) পরে জন্মেছে যে ১৪) মুখসুদ্দিকারি এক পাতা ১৫) রক্তসরা মারপিট ১৬) অবশ ১৭) জ্বিহা ১৮) পতঙ্গ ২০) বাঁশ জাতীয় এক প্রকার গাছ।

### উত্তর - ৫৯১৫

**পাশাপাশি** ঃ- ১) দলবদল ৬) সহরত ৮) সাবু ১০) রদ ১১) পক্ষ ১২) তলব ১৪) মাতন ১৫) কাবুল ১৬) তপসে ১৭) হল ১৮) সবি ২০) তন ২১) মওর ২৩) উহাহরণ **উপরনীচ** ঃ- ২) লস ৩) বহর ৪) দরদ ৫) লত ৭) লক্ষন ৮) সাতকাহন ৯) বুলবুল ১১) পতপত ১৩) বল ১৪) মাত ১৮) সওদা ১৯) বিরহ ২১) মউ ২২) তর

### আজকের দিন

**বেনীমাধব শীলের মতে**

**৪ বৈশাখ,** ভাঃ ২৮ চৈত্র, **১৭ এপ্রিল** ৪ বহাগ, সংবৎ ৯ চৈত্র সুদি, ৭ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।১৯, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৫৫। **বুধবার,** নবমী সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৫ মিঃ। পুষ্যানক্ষত্র দিবা ঘ ৭।৫৫ মিঃ। শূলযোগ রাত্রি ঘ ২।৫ মিঃ। কৌলবকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৫.৩৫ গতে তৈতিলকরণ। **জন্মে**—কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ঘ ৭।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**— দোষ নাই। **যোগিনী**- পূর্ব্বে, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৫ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি**-ঘ ৮।২৮ গতে ১০।৩ মধ্যে ও ১১।৩৭ গতে ১।১২ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ২।২৮ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই। **শুভকর্ম্ম**-দীক্ষা। **বিবিধ**-নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

### আপনার ভাগ্য

**মেষ**-পদোন্নতি। **বৃষ**-পত্নিবিরহ। **মিথুন**-মিত্রলাভ। **কর্কট**-ব্যবসায় প্রসার। **সিংহ**-ক্রমোন্নতি। **কন্যা**-গৌরব বৃদ্ধি। **তুলা**-দাম্পত্য সুখ। **বৃশ্চিক**-ব্যভিচার। **ধনু**- বিলাসিতা। **মকর**- পদস্খলন। **কুম্ভ**-অনুশোচনা। **মীন**-বিরচিত।

### আগামীকাল

**মেষ**-ঋণমুক্তি। **বৃষ**- বিরহযন্ত্রণা। **মিথুন**-চৌর্যহেতু ধননাশ। **কর্কট**-মর্যাদা বৃদ্ধি। **সিংহ**-ক্রোধে ক্ষতি। **কন্যা**-রোগমুক্তি। **তুলা**-মনস্তাপ। **বৃশ্চিক**-অর্থব্যয়। **ধনু**-পরিনির্ভরতা। **মকর**-ব্যাঘাত যোগ। **কুম্ভ**-সু-সংবাদ। **মীন**-বিনিয়োগ লাভ।

# কোটি টাকা ঢুকেছে তাপস, কুন্তলের পকেটে ঃ সিবিআই রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করল সিবিআই। রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। টেট পরীক্ষা দেওয়ার পর প্রার্থীদের অনেকে কুন্তল ঘোষ ও তাপস মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। টাকা দিলেই তাদের নাম পাশ করা চাকরি প্রার্থীদের তালিকায় উঠে যেত। তাঁরা ইন্টারভিউতেও ডাক পেতেন।

মঙ্গলবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার কাছে রিপোর্টটি জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই রিপোর্টে সিবিআই জানিয়েছে, টাকা তোলার জন্য www.wbtetresults.com নামক একটি ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছিল। পর্ষদের আসল ওয়েবসাইটের মতো দেখতে সেই ওয়েবসাইটটি। টাকা দিলে সেখানে টেটে অকৃতকার্য প্রার্থীরাও পাশ করে যেতেন। ভুয়ো ইমেইল আইডি থেকে মেইল পাঠিয়ে তাঁদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডেকে পাঠানো হত। এই ভাবেই কুন্তল এবং তাপস চালাতে দুর্নীতির চক্র।

সিবিআই জেনেছে, তাপস মণ্ডলের কয়েকজন সাব এজেন্ট ছিলেন। তাঁরাই মূলত টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মালিকদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন। প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে কুন্তল ও তাপসের পকেটে কোটি কোটি টাকা গিয়েছিল বলে রিপোর্টে দাবি করেছে সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, তাপস ও কুন্তল জুটিতে 'লুট' করতেন। ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তাপস মণ্ডল তাঁর ৮ জন এজেন্টের মাধ্যমে ১৪১ জনের কাছ থেকে ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা তোলেন। অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষকে তাপস ৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দেন বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। সিবিআই-এর দাবি, একই কায়দায় এবং একই সময় কুন্তল ঘোষও তাঁর তিনজন এজেন্টের মাধ্যমে ৭১ জন চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন।

# ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া অভিযুক্তকে নিয়ে মিছিল, বিতর্কে সৌমিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৬ এপ্রিলঃ ফের বিতর্কে জড়ালেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। সোনামুখীতে বিজেপি নেত্রীকে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনায় অভিযুক্ত এক বিজেপি নেতাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবল বিতর্কে জড়ালেন সৌমিত্র খাঁ। এই ঘটনায় শুধু বিরোধীরা কড়া সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তাই নয়, দলের অন্দরেও তৈরি হয়েছে প্রবল ক্ষোভ।

গত ২৩ জানুয়ারি বিষ্ণুপুর লোকসভার সোনামুখী এলাকার এক বিজেপি নেত্রীকে ধর্ষণ ও তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ ওঠে বিজেপিরই এক নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়ার পর তাঁকে গ্রেফতারও করে পুলিশ। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পেলেও দলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয় দল। এরপর গতকাল অভিযুক্ত সেই নেতাকেই পাশে নিয়ে ইন্দাসে মিছিল করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। আর এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির একাংশ। ঘটনায় বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের দাবী দলের এক নেত্রী ধর্ষণের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করার সময় সৌমিত্র খাঁ মৃতার পরিবারের পাশে দাঁড়ানি। এখন অভিযুক্ত দলীয় নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করায় মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। এক বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী বলেন, "বিজেপি নেত্রীর আত্মহত্যার পিছনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের শাস্তি চেয়ে, ঘটনার প্রতিবাদে আমরা আন্দোলনে নেমেছিলেন। মামলাটা বিচারাধীন। কিন্তু এখন তিনি প্রার্থীর মিছিয়ে হাঁটছেন, এই বিষয়ে একমাত্র প্রার্থীই বলতে পারবেন! না হলে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে।" ঘটনার সমালোচনায় সরব হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল বলেন, "যার চরিত্র যেমন, সেরকমই সঙ্গ খোঁজে। এটা বিজেপির কালচার, প্রার্থীর চরিত্র বোঝা যাচ্ছে।" সৌমিত্র খাঁ অবশ্য এই বিষয়টিকে তেমন আমল দিতে নারাজ। তাঁর দাবি, অভিযোগ থাকলেও আদালতে এখনও দোষ প্রমাণ হয়নি। তাছাড়া মিছিলে কেউ হাঁটলে তাঁকে বাধা দেওয়া যায় না।

# চাকরির দাবিতে পথে নেমে ৪০ ডিগ্রিতে অসুস্থ একের পর এক চাকরি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিলঃ ১১২৯ দিন ধরে আন্দোলন চলছে, শুধুই প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি। নিয়োগের কোনও নাম-গন্ধ নেই। নিয়োগ হবে কবে? এই প্রশ্ন করতে করতে কার্যত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন চাকরি প্রার্থীরা। তবু হকের চাকরির লড়াই থামেনি এখনও। মঙ্গলবার প্রবল গরমের মধ্যেই রাস্তায় নেমেছিলেন চাকরিপ্রার্থীদের একটা অংশ। লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে ভোটপ্রার্থীদের কাছে প্রশ্ন তুলে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে গান্ধীমূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা। এসএলএসটি নবম-দশমের চাকরি প্রার্থীরা এদিন যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, তখন মাথার ওপর চড়া রোদ আর প্রবল গরম। সেই গরমেই অসুস্থ হয়ে পড়েন একের পর এক চাকরি প্রার্থী। এদিন বিক্ষোভের মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন চাকরিপ্রার্থী রাসমণি পাত্র। এর আগে চাকরির দাবিতে ধর্মতলায় নিজের মাথা ন্যাড়া করেছিলেন তিনি। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন বিল্ব ঘোষ ও তনয়া বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা দাস বারিক নামে আরও তিন চাকরিপ্রার্থী। এসএসকেএম নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। এদিন দুপুরে আলিপুরের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিও পার করে গিয়েছিল এদিন। সেই কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই চাকরি প্রার্থীরা। চাকরি প্রার্থীদের দাবি, আইনি জটিলতায় নিয়োগ আটকে আছে, এ কথা সত্যি নয়। সরকার এ কথা বলে যে যুক্তি দিচ্ছে, সেটা ঠিক নয় বলেই দাবি তাঁদের।

# হাসপাতালের আউটডোরে 'প্রচার', অরূপের বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৬ এপ্রিলঃ দলের পতাকা-সহ হাসপাতালের আউটডোরে প্রবেশ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। নির্বাচনের এই বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে এবার নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী হাসপাতালে পতাকা নিয়ে প্রবেশের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পাল্টা তিনি তোপ দেগেছেন খোদ বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধেই।

সোমবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় প্রচারে যান বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। স্থানীয় এলাকায় একটি চা চক্রে যোগ দেওয়ার পর অরূপ চক্রবর্তী দলের পতাকা সহকারে নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের আউটডোরে প্রবেশ করেন বলে অভিযোগ। হাসপাতালের আউটডোরের মধ্যেই চিকিৎসা করাতে আসা মানুষের মধ্যে তিনি প্রচার চালান বলে অভিযোগ। বিষয়টি সামনে আসতেই তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার।

সুভাষ সরকারের কটাক্ষ, "তৃণমূল নেতাদের কখনই হাসপাতাল চত্বরে দেখা যায় না। শুধুমাত্র সিবিআই বা ইডি তলব করলেই তাঁরা হাসপাতালে যান। কেন্দ্রের সরকার ১৫০ কোটি টাকা খরচ করে সুপার স্পেশালিটি ব্লক তৈরি করলেও তাতে চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ করেনি রাজ্যের সরকার। আজ সেই হাসপাতালে গিয়েই নিজের জনসংযোগ সারলেন অরূপ চক্রবর্তী। দলীয় পতাকা নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে এই ধরনের প্রচারে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে।"

দলীয় পতাকা নিয়ে হাসপাতালে প্রবেশের অভিযোগ অস্বীকার করে অরূপ চক্রবর্তী পাল্টা একহাত নিয়েছেন সুভাষ সরকারকেই। তাঁর দাবি, "বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামো গড়েছে রাজ্যের সরকার। সেই হাসপাতালে গিয়ে ৯ এপ্রিল সুভাষ সরকারই বড় বড় কথা বলেছেন।" নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া দলের পতাকা নিয়ে তিনি হাসপাতালে যাননি।

# নকল পরিচয়পত্র সহ ধৃত ভুয়ো এনআইএ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিলঃ এনআইএ অফিসারের ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল লালগোলা থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে এনআইএ অফিসারের ভুয়ো পরিচয় পত্র এবং একটি "হ্যান্ডকাফ" উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে মঙ্গলবার তাঁকে লালবাগ আদালতে পেশ করা হয়েছে। থানার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, সোমবার রাতে লালগোলা থানার অফিসাররা যখন রামনগর গ্রামে নাকা তল্লাশি চালাচ্ছিলেন সেই সময় জাহির আব্বাস নামে ওই যুবক বাইক নিয়ে গ্রামে ফিরছিলেন। পুলিশ গাড়ি থামাতে বলতেই নিজেকে এনআইএ-র ইন্সপেক্টর হিসেবে পরিচয় দেয় ওই যুবক। পুলিশ পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে ওই যুবক এনআইএ অফিসারের একটি পরিচয় পত্র দেখায়। ঊর্ধ্বতন কোনো অফিসারের সঙ্গে কথা বলাতেও পারেনি ওই যুবক। এরপরেই তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের জেরার মুখে পড়ে ওই যুবক জানায় পরিচয়পত্রটি আসলে ভুয়ো। গ্রামে গৃহশিক্ষকতার কাজ করে জাহির- এমনটাই জানতে পেরেছে পুলিশ। কী কারণে ভুয়ো পরিচয়পত্র এবং হ্যান্ডকাফ নিজের কাছে রেখেছিল ওই যুবক তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

# আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

## সম্পাদকীয়

## সুখের দিন আসছে

মোদির গ্যারেন্টি বলে যা প্রচারিত হয়েছে তা থেকে অন্ধ ভক্ত সহ সকল দেশবাসী নিশ্চিত হতে পারেন আগামি ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়ে গেলেই তার পরের দিন থেকে দেশবাসীর সুখের দিন শুরু হবে। সেই সুখ হবে অনাবিল আনন্দের। এর আগে যা কখনও হয়নি স্বাধীন ভারতে। নির্মলা সীতারমণের স্বামী পারাকালা প্রভাকর আশঙ্কা করেছেন দেশ স্বাধীনতার পূর্বে যেমন ছিল সেই অবস্থায় চলে যাবে যদি মোদি পুনরায় ক্ষমতায় আসেন। পারাকালা একটু বেশী চিন্তা করেছেন। অত টেনশন না নিলেও চলত। তিনি ইচ্ছা করলে দেশের বিভিন্ন গ্রামে একটু ঘুরে নিতে পারতেন। তাহলে দেখতে পেতেন নতুন ভারত গ্রামে কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্যই দেখতে পেতেন এক একটি বাড়ীতে দুটির বেশী মোটর সাইকেল, প্রায় সব বাড়ীতে বিদ্যুতের সংযোগ, শৌচালয়, গরীব মা বোনেদের জন্য উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস, কল থেকে প্রতি বাড়ীতে জল পড়ছে, সবার মাথার উপর ছাদ আছে, কারও খাওয়া পরার অভাব নেই। সেই গ্রামগুলি দেখলে তিনি এরকম অভিশম্পাৎ দিতেন না। একবার যখন বলেই দিয়েছেন তখন আর করার কিছু নেই। নির্মলা বেচারির গলার কাঁটা হয়ে গেছেন। স্বামীকে না পারছেন কিছু বলতে, আর না পারছেন প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা নিতে। আর পাপা তো নাচার। তিনিও কিছু করতে পারছেন না। মাঝে মাঝে দু একজন অর্থনীতিবিদ এরকম অপ্রিয় কথা বলেই থাকেন। আর কিছু ঠোঁটকাটা সাংবাদিক বা ইউটিউবার এগুলো বেশী করে ভাইরাল করে দেন।

একদিকে মোদি দেশবাসীকে ২০৪৭-এ বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, ২০৩৬-এ এদেশে অলিম্পিক হবে সেই স্বপ্নও দেখাচ্ছেন, অন্যদিকে ভারত গ্লোবাল হাব হবে সেরকম কথাও জোর গলায় বলছেন। গ্লোবাল হাব হলে নাকি দেশের যুব সমাজের আর কাজের অভাব হবে না। অন্ধ ভক্তদের সাথে সাধারণ মানুষও বলতে শুরু করেছেন মোদির গ্যারেন্টিতে বিশ্বাস করতেই হবে। তারা চান সুখে থাকতে। সুখে থাকার উপায় হল ডলারের দাম ১৫০ টাকা হোক, পেট্রলের দাম ১৫০ টাকা হোক, গ্যাসের দাম ২০০০ টাকা হোক, অন্যান্য জিনিষ পত্রের দাম ১০০ গুন, ২০০ গুন বাড়ুক, চার চাকা, দু চাকা, ছয় চাকা, আট চাকা, দশ চাকা গাড়ির দাম লাখে লাখে বাড়ুক, দেশের মানুষের কোন অসুবিধা নেই। মোদির গ্যারেন্টিতে তারা ১০০ শতাংশ বিশ্বাস করেন। বিদেশে কালো টাকা পাচার করা এখনও মাত্রাছাড়া হয়নি। এক দু বছরের মধ্যে তা মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। এটা কম কৃতিত্বের নয়। এগুলো না হলে দেশবাসী সুখে থাকবেন কি করে? তারা তো এরকম সুখই চান।

# সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

## কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

### কর্মযোগের তত্ত্ব

জ্ঞানযোগী যে তত্ত্বকে লাভ করেন কর্মযোগীও সেই তত্ত্বকেই লাভ করেন। অতএব যে মানুষ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগকে ফলরূপে একই দেখেন, তিনিই সঠিক দেখেন।'

এই শ্লোকটির আলোচনান্তে এর বিরোধিতা কোনো লেখা-পড়া জানা মানুষই করতে পারে না। এমনই যথার্থ এই শ্লোকের কথাগুলি। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হতে পারে না। এমনই যথার্থ এই শ্লোকের কথাগুলি। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হতে পারে না, কর্মযোগের দ্বারা অন্তরের কলুষ দূর হয়—একথা যদি মেনে নেন তো কোনো আপত্তি নেই। কেননা এই সিদ্ধান্তকেও আমি মানি, এতে আমার বিরোধ নেই। তবে একটি কথা আরও বেশি মানি তা হল কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ তিনটি সাধনাই স্বতন্ত্রভাবে মুক্তি আনে। গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

**সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃকমাপ্তুমযোগতঃ।**
**যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি।।**

(গীতা ৫।৬)

'হে মহাবাহো! কর্মযোগ ছাড়া জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হওয়া কঠিন। মননশীল কর্মযোগী শীঘ্রই ব্রহ্মকে লাভ করেন।'

এজন্য নিজের স্বার্থ, অভিমান, আসক্তির কামনাকে ত্যাগ করতে হবে। কেননা এইগুলি সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জুড়ে দেয়। মনে রাখবেন যে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ আমরা নিজেরা জুড়ে দিই। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বত স্বাভাবিক, তা আমাদের জুড়ে দেওয়া নয়। এর মধ্যেই যে কথা বৈশিষ্ট্য তা হল এই যে বস্তু, শরীর, মানুষ—কোনো কিছুই আপনাদের বাঁধেনি, আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করেনি। আপনারাই সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়েছেন।

ক্রমশ...

# 'ঠাকুর বাঁধের উপকথা'

## বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

**পূর্ব প্রকাশিতের পর**

জানতে চাইলেন ওই গ্রামে কে মারা গেছেন ক'দিন আগে। খোঁজ পেয়ে সেই বাড়িতে হাজির হলেন। সেটা আর কারোর বাড়ি নয়, সেই কারক বাড়ি, যেখানে তার মেয়ে গোলাপ তার শিশু সন্তানকে নিয়ে বাস করছে। সেই বাড়ির উঠানে দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন একটি ফুটফুটে শিশু খেলা করছে আর ভেতর থেকে সম্ভবত তার মা ডাক দিচ্ছে তাকে। বাড়িতে অনেকে থাকেন, তবে বয়স্ক কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

নিমু কিছুটা সাহস করেই প্রশ্ন করেন এই বাড়িতে কারো কিছু হয়েছে কিনা? উত্তরে জানতে পেলেন বাড়ির বড় কর্তা দেহ রেখেছেন। তার দেহ নিয়ে শ্রীক্ষেত্র গেছেন তার পুত্র পুত্রবধুরা। ফিরতে দেরি হবে। নিমু সেখানে আর অপেক্ষা না করে যেই বাইরে বেরোতে যাবেন ঠিক সেই সময় দেখেন গোলাপ বাগান দিক থেকে ভিজে কাপড়ে আসছে। ঠিকই চিনেছেন। তবে কথা বলার সাহস হচ্ছে না। দেখতে চান সে চিনতে পারছে কিনা। না, চিনতে পারেনি। নিমু বাড়ি থেকে বেরিয়ে চন্দ্রপুর ফিরে যাবেন বলে রাস্তায় উঠলেন।

রাস্তায় উঠতেই পেছন থেকে কে যেন বাবা বলে ডাকল। পেছন ফিরতেই নিমু দেখতে পান, আর কেউ নয় তার মেয়ে গোলাপ। অর্থাৎ তিনি ঠিকই দেখেছিলেন, সে তারই মেয়ে। গোলাপ তার বাবার বুক জড়িয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আমাকে নিয়ে চল বাবা, আমার আর ভাল লাগছে না। আমি একা থাকতে পারছি না ইত্যাদি।

নিমু গোলাপকে কিছু না বলে হাঁটতে থাকলেন। গোলাপ কাঁদতে থাকল। নিমু কোন উত্তর দিলেন না। সোজা চলে এলেন চন্দ্রপুর।

এ ভাবেই চলল কিছুদিন। ইতিমধ্যেই কারক বাড়ির শ্রাদ্ধাদি কাজ শেষ হল, শ্রীক্ষেত্র থেকে সবাই ফিরে এল।

নিমু আবার সোনাদহ যাবেন। তার মেয়েকে নিয়ে আসবেন। তবে গ্রামের মোড়লও লোকজনদের না বলে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই গ্রামের মোড়লের কাছে গিয়ে বললেন তিনি তার মেয়েকে এখানে নিয়ে আসতে চান। মোড়ল কোন আপত্তি করেন নি, গ্রামের লোকেরও কোন আপত্তি নেই ওতে।

পরের দিনই নিমু চলে গেলেন সোনাদহ গ্রামে কারক পরিবারের বাড়িতে। বাড়ির মালিক বড় বাবু বাড়িতে নেই। তারা বেশ কিছুদিন বাইরে ছিলেন,তাই অনেক কাজ জমে গেছে, সেসব শেষ করতে বেরিয়েছেন। বাবাকে দেখে গোলাপ খুশি হল বটে তবে বাবা আবার কেন এলেন তা বোঝেনি। সে বড় গিন্নিকে গিয়ে বলল, তার বাবা এসেছে। ভেতরে ডাকবে কিনা? বড় গিন্নি বলে, সে কি। তাকে এখনও ভেতরে বসাওনি। ছি,ছি, এটা ভাল করনি। গিন্নিমা নিজেই বেরিয়ে নিমুকে ডেকে ভেতরে বসালেন। তার মেয়ে এতদিন কোথায় ছিল এসব জানেন কিনা বুঝতে চাইলেন। নিমু কিছুই জানেনা শুনে নিজেই গোলাপের কাছ থেকে শোনা সব কিছু বললেন। তারপর জানতে চাইলেন, এবার কি করতে চান। মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাবেন, নাকি এ বাড়িতেই থাকবে?

নিমু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, গিন্নিমা, যা শুনলাম তাকে নিজের গ্রামে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি অনেক দিন হল গ্রাম ছেড়ে এসেছি। এখন চন্দ্রপুরে একা থাকি। আমি ওদের সেখানে নিয়ে যাব যদি অনুমতি দেন।

বড় গিন্নি বলেন, আপনার মেয়ে, নাতিকে নিয়ে যাবেন আমার অনুমতি লাগবে কেন?

নিমু বলেন, আপনারা আশ্রয় না দিলে ও তো কোথায় হারিয়েই যেত। আপনারা তার পাশে ছিলেন বলেই তো ওকে পেলাম। আপনাদের এই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না।

গিন্নিমা বলেন, আজই যাবেন? কর্তাবাবু আসুন,তারপর যাবেন।

বলতে বলতেই বাড়ির কর্তা হাজির।

কি হয়েছে, কে ইনি?

গোলাপের বাবা ওকে নিয়ে যাবেন।

বেশ তো। এ তো ভাল খবর।

শোন, খালি হাতে মেয়ে বিদায় করবে না। যা করার সব করবে। ঠিক আছে। এই বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

দুপুরবেলা গোলাপ নিজের হাতে রান্না করে বাবাকে খাওয়ালেন। গাড়োয়ানকে গরুর গাড়ি আনতে বললেন। বেশ কয়েকটি কাপড়ে মোট গাড়িতে চাপানো হল। তারপর গোলাপকে ঠিক মেয়েকে যেমন বিয়ের পর বিদায় দেওয়া হয়, তাই হল এক্ষেত্রেও। বলে দিলেন,তার জন্য এই দরজা সব সময় খোলা। যখন ইচ্ছা হবে চলে আসবে।

গোলাপও যেন মায়ের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে সে রকম কান্নাকাটি করতে করতে ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে বসল। গাড়ি বেরিয়ে গেল, গিন্নিমা হাত নাড়তে থাকেন। তার চোখেও জল। বাড়ির বাকি মহিলারা বেরিয়েছিলেন। সকলের চোখে জল। গোলাপকে সবাই ভালবেসে ফেলেছিলেন। আত্মীয় না হলেও গোলাপ আত্মীয় হয়ে গিয়েছিল। তাই চোখের জল থামতে চায় না।

**(পরবর্তী অংশ পরের বুধবার)**

**Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher -** VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

**সত্ত্বাধিকারী: মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ** বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিত ও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

# সাহিত্য-সংস্কৃতি



## কবিতা

### খুল্লামখুল্লা

পশুপতি ভদ্র

নির্জনে শ্বাস ও প্রশ্বাস,
অমিতবিক্রমে উঠোনে নেমে এলে বর্ণময় তুমি,
অজস্র কাঁটায় কষ্টকর পথ,
ব্যবহৃত সম্পর্কে, - হয় কী বিরোধ?

সজাগ সৌন্দর্যে সুপ্রভাত,
সময় বিশেষ, - উদ্ভাসিত মুকুলে বসন্ত স্মরণ,
সন্ধ্যাবেলা বাতাস, হয়ে ওঠে উদ্দীপ্ত,
তৃপ্ত হৃদয়, - হয় না কেন শান্ত?

হাত লাগিয়ে কেউ কী তুলতো জল,
গ্রামের মাঝে বিশাল বড়, - সরকারি নলকূপ,
জলে কাদায় উঠতো কত পাঁক,
তৃষ্ণা পেলে মিটিয়ে দিতে আশা।

অবনত হৃদয়ে স্বাগত,
জ্যোৎস্নার মতো ফুটে উঠল মধ্যরাতে কামনা,
বানিজ্যিক অজুহাতে মেনে নিলাম সমন্বয়,
প্রথম পদক্ষেপে সেরে নাও কর্ম,
ভালোবাসায় লুকিয়ে আছে রহস্য।

তুলকালাম কান্ডে শারীরিক সংঘর্ষ,
তত্ত্বাবধানে বিবেচক সংগ্রহশালা করে অতিক্রম,
পাহাড় ডিঙিয়ে সুডৌল, - চমৎকার ভূমি,
কর্মস্থলে অক্ষর শ্রমিক, পায় কী প্রতিষ্ঠা?

খুল্লামখুল্লা,
মায়া টান,- উপযুক্ত সময়ে নেমে যাচ্ছে কৃষক,
দুর্দম গতিতে উন্মুক্ত হাল, শস্য বপনে সংগ্রাম,
আকর্ষক ভূমি, রাত্রিবেলা হয়ে উঠল তেজি,
চমৎকার কসরতে মুখোমুখি প্রেম,
গল্পগুজব, - নবজাগরণে সুচারু পর্যায়,
অভ্যস্ত জীবন, এভাবে হয়ে ওঠে অমলিন।

### সাধারণ মেয়ে

রাবেয়া জামান এঞ্জেলা

সাধারণ একটি মেয়ে আমি, তবু কারনে অকারণে
অসাধারণ হয়ে উঠি মানুষের হিংসায়।
খুব সাধারণ মেয়ে আমি তবুও তোমরা আমাকে
অসাধারণ বানিয়ে ফেলো!
যোগ্যতাগুলোকে বার-বার অযোগ্য প্রামান করো।
খুব সাধারণ মেয়ে আমি
তবু সমাজ আমাকে বারবার অসামান্য বনিয়ে দেয়।
তখন কিছুই বলার থাকেনা আমার, শুধু তাকিয়ে হাসি।
এই সাধারণ মেয়েটাকে তোমরা কি করে
অসামান্য বানিয়ে দাও।
আমার কিন্তু ভিষণ ভালো লাগে।
কারন সাধারণ হয়েও আমি, তোমাদের বিতর্কে
অসাধারণ হয়ে উঠার তীব্র এক আনন্দে।

### ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

### মূর্খের অবতার

সলিল রায়

মন্দিরে মন্দিরে গুহায় উপত্যকায়,
চিত্রগ্রাহী যন্ত্রের মাঝে উপাসনায়-
ব্যস্ত থাকো তুমি, কপট মৌন অর্চনায়।।

স্তাবক, বিদূষক'দের মাঝে একাদশ অবতার!
লক্ষ কোটি মূর্খের মাঝে এ কোন হাতিয়ার -
করো তুমি ব্যবহার, হে যুগ অবতার!

আসলে তুমি যে এক ধূর্ত বণিক- ব্যবসায়ী,
বুঝেও বোঝে না ,শিক্ষিত ওরা তোষামোদী -
এবার থাকো তুমি তোমার জতুগৃহে একাকী !

মনে রেখো ! তোমার মাথায় থাকবে না আর-
বিচক্ষণ বিদুরের আশির্বচন,
জেনো, জ্বালাবে তোমায় অহরহ-
সংগ্রামী মানুষের বিদ্বেষ অগ্নি বাণ !!

### অগ্নিস্নান

আভা চট্টরাজ

সব অপমান রন্ধ্রে রন্ধ্রে টানটান বোনা আছে
সব অবহেলা সঞ্চিত হয়ে _জীবন্ত আছে বুকে
দূর ছাই হতে হতে শক্তি বেড়েছে সহ্যের
প্রেম ভিখারীকে কিভাবে লাথি মারো মহা সুখে!
মর্যাদাহীন হিংসায় জ্বর জ্বর
কাল জিহ্বায় উচ্চারিত_কটূ কথা বল আরো !
তবুও বলছি _ নই আমি পলাতক
আমারও যে আছে এই পৃথিবীতে_বেঁচে থাকবার হক!
আমার বুকে স্বপ্নের বাস _ যত কর পদাঘাত
ইঁট দিয়ে মাথা ফাটাতে এলেই_পাবে প্রস্তরাঘাত!
সময় সুযোগে হবেই জেনো _ পাল্টা আক্রমণ
প্রতিশোধ স্পৃহা জড়ানো এ বুক_করেছে অগ্নিস্নান!
শুদ্ধ হয়েছে স্পষ্ট হয়েছে _নাই ঢাক ঢাক গুড়
যে হিংসার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছো_হয়ে গেছে অঙ্কুর!
সৃষ্টি কর্ম ভালো না হলে _হবেই অনাসৃষ্টি
বৃক্ষ জীবনে অকাল মৃত্যু_কি করে নামবে বৃষ্টি!
শিরায় শিরায় হাঁটতে শুরু_আমার সমাপ্তি মগডালে
উড়তে চাইছ ডালে ডালে তুমি_পৌঁছাবে কোন কালে?
কর্ম ধারার কাঙ্খিত লক্ষ্যে _
আমার যেদিন আসবে সুদিন
কালের গহ্বরে অতলে হারাবে_
ঘনিয়ে আসছে সে দিন।

### জীবন

শীতল চট্টোপাধ্যায়

নিজেকে মেরে, নিজে বেঁচে থাকার নেই কোনো মানে।
হেরে যাওয়া- মানুষের নাম হতে পারেনা,
থেকেও ফুরিয়ে যাওয়ার ভাবনা
মানুষের ভাবনা হতে পারেনা ।
জন্মের পর, মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি আর
মনের অবস্থানকে নিশ্চিত করে দেয় পৃথিবী,
দেয় - নিজের সুকর্মের দায়িত্বও।
যতদিন জীবন, জীবন মূল্যায়নে ততদিনই,
ততদিনই প্রসারিতে প্রাণ।

### সেই প্রিয় নাম

কিশলয় গুপ্ত

সে তো জানবেই জেনে মানবেই
বড় কেচ্ছায় ভাঙে এই বুক
তবু স্বেচ্ছায় রাখি হাতে হাত
সব দাহ শব সব তমশুক।

রং বদলায় গান বদলের
ঝড় বাদলের কথা ভুল সুর
মালি নিদ্রায় পর বালিশে
শুভ কল্যান আর কদ্দূর

ছাতা ছাপ ফুল এক দুই তিন
সখা আলাদিন হায় চিরাগে
বখে গেছে দিন বখে গেছে রাত
প্রিয় গোধূলি আজ বিরাগে।

এত হায় হায় হিয়া জ্বলে যায়
বুক থেকে বুক বড় বিষ শ্বাস
ফিরে এসেও ফের চলে যায়
সেই প্রিয় নাম রাই বিশ্বাস।

### চিঠি লিখেছি

তন্ময় কবিরাজ

যত অন্ধকার তত ঝাপসা
আমি সাদার ভেতর অন্য
রঙ দেখিনি কোনোদিন-

নীরবতা সে এতো গভীর
একা সে নিজের কথাই শোনে

যারা মিশে গেছে আমিও
তাদের ভুলে যাই
শুধু জঞ্জাল,
কে কোথায় লুকিয়ে?
ঝড় এলে বলে যাবো
পিয়ন শুধু ডালে বসে
কোকিলের খামে চিঠি লেখে -

### মেকি

সমীর কুমার ভৌমিক

দায় নিতে রোজ হৃদ কাঁপে যার
সেই তো দেবে কাঠি,
সাত শেয়ানার এক শেয়ানা
করতে চায় সব মাটি!

তার কথাতেই নাচার মানুষ
তারাও দারুণ খাঁটি !
ইচ্ছে করে বাজিয়ে দেখি
দিয়ে মাথায় চাঁটি !

পাকায় যে ঘোঁট এরাই বেশি
মস্তরকম পাজি!
কাজ দিলে কেউ পালিয়ে বেড়ায়
না হয় নিতে রাজি!

কুয়োর ব্যাঙের জ্ঞান-গরিমা
ধান ভেনে যায় ঢেঁকি!
হাই তুলে সে হাতির মতন
আসলে এক মেকি!

### রাত

সুদীপ্ত বিশ্বাস

জেগে বসে আছি রাতের গভীরে একা। গোটা পৃথিবীটা ঘুমে
আকাশের বুকে অনেক তারার মেলা, কিছু লোক চ্যাটরুমে
কথাবার্তায় এখনও ভীষণ জেগে। ওড়ে রাতচরা পাখি
শাল-পিয়ালের আধো ঘুমে ভেজা ডালে। কবিতায় লিখে রাখি
ছলাৎ-ছলাৎ শব্দে নদীটা চলে, সাগরের অভিসারে
পাহাড় চূড়াটা একাএকা জেগে থাকে রাতের অন্ধকারে
লাজুক চাঁদটা গাঁয়ের বধূর মতো ঘোমটায় মুখ ঢাকে
দু'একটা পাতা খসে যায় চুপিসারে, কেই বা হিসেব রাখে?
বনের গভীরে নিশাচর ছুটে যায়, রাতের শিশির ঝরে
খুব মমতায় পৃথিবীর সারা গায়ে। মনে পড়ে মনে পড়ে
হারানো সেসব বাঁধাবাঁধি করে বাঁচা, সুরেসুরে বাঁধা তার
গভীর গভীর অজানা অলীক দেশে প্রেম ভরা অভিসার...

### মরিচীকা

আলেয়া আরমিন আলো

যাপিত জীবনের বোধ নির্নির্বোধের সমীকরণেই খুব করেজেনেছি-
সমতল নয় জীবনের পথ বড়ো বেশিই উঁচু নীচু বন্ধুর
তবু চলছি অবিরাম... অন্তহীন...
ধ্রব সত্য মৃত্যুকে সন্নিকটে জেনেও
জীবনের পায়েই ধর্ণা দিয়ে যাই নিশিদিন।
পোড়া চোখ দু'টোও ভীষণ স্বপ্ন কাতর
মরীচিকার পিছনে ছুটে অপূর্ণতায় ব্যর্থ ক্লান্ত মনেও
অহেতুকই বেহায়া স্বপ্নিল বাসনা পুষে যাই
অদেখা আগামীর সুখ সময়ের প্রত্যাশায়।
জানি, জীবনের প্রতিটা প্রহরই অন্তিম
তবু নিষ্প্রভ চোখের দীপ্ত মণিতে
নির্মল ভোরের রৌদ্রময় স্বপ্ন সাজিয়েই ঘুমোতে যাই।

### কল্পনার পেনডেনট

কোমল দাস

জীবনের তামাদি খাতার পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে উল্টাতে
সূর্য ওঠার আগেই শিশিরের মতো ঝরে গেছে যারা
তাদের নিয়েই কয়েক বছর আগে বিস্তর সভার
পত্তন করেছিলেন তিনি, তথাপি বড্ড আশ্চর্যের বিষয়
সভাপতি হতে কেউ রাজি নন সে সভায়! অধিকন্তু সবাই
জোর করেই একজনকে সভাপতি করে দ্বায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন।
অমনি শুরু হলো সভাপতির স্বেচ্ছাচারীতার অনুসূচী,
কখনো বা সবার হাসিকে জড়ো করে
অভিমানে ভরা রাতের কান্নায় রূপ দেন ছলনার অনুরাগে,
কখনো বা জঘন্য পাপের দামামা বাজিয়ে উম্মাদ হাসি হাসেন
তারকা বিহীন পূর্ণিমার কোলে ভূপতিত হয়ে শুয়ে।
কখনো বা রং হীন ফ্যাকাশে সফেন পরা
সঙ্গীহীন বিধবার সতীত্ব নাশ করেন কল্পলোকে
দুর্বিনীত কংস সেজে, অথচ বদনে সে সময়
শ্রীচৈতন্যের মতো অবলীলায় সাধু বাক্য বলেন।

এমন সময় আবার একদিন সভা ডাকা হলে
তমাদি খাতার পৃষ্ঠা উল্টানোদের পেছনের সারিতে বসে
সভাপতি বিমর্ষ চিত্তে বললেন, "হয়তো বা ভাবছেন
সভাপতি হয়ে এরূপ হলাম কেনো?"
আসলে ক্ষমতা পেলে অধিকাংশে এমনটায় হয়।
হোক না সেটা বিজয়ী মন
কিংবা আমাদের মতো তমাদি ধারক।
সেই বহুকাল আগে থেকেই দেহকে বশে আনতে যেরূপ উপায়ে
রমণীরা সোনা ও রূপার অলংকার পরেন,
তেমনি মনকে বশে আনতে মননে পরিয়ে দিন কল্পনার পেনডেনট।

# রাজ্য

## বামেদের কড়া ভাষায় আক্রমণ সায়নীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ যাদবপুর তো লাল দুর্গ? প্রশ্নটা করেছিলেন সাংবাদিক। ভাবতে সময় নেননি সায়নী। বলেই ফেললেন, 'লাল কাপড়টা এখন তো শুধু বিরিয়ানির হাঁড়িতে দেখা যায়।' সোমবার রাতে যাদবপুরে প্রচারে বের হন তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ। পাশেই ছিলেন কাউন্সিলর, বিধায়ক। হুড খোলা গাড়িতে রোড শো করেন তিনি। একদা বাম দুর্গ বলেই পরিচিত যাদবপুর। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৪। টানা ২৪ বছর যাদবপুর ছিল সিপিআইএমের দখলে। ১৯৮৪ সালে পালাবদল। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে প্রথমবার লোকসভার সদস্য হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০৯ সাল থেকে যাদবুপর লোকসভা কেন্দ্রে টানা জয়ী হয়ে আসছে তৃণমূল। যাদবপুরে এবার বামেদের বাজি তরুণ ছাত্রনেতা সৃজন ভট্টাচার্য। আর তৃণমূলের মুখ সায়নী ঘোষ। 'বামেদের দুর্গ' প্রসঙ্গে কথা বলতেই সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন সায়নীকে। সায়নী বলেন, "লাল কাপড়টা এখন সবচেয়ে বেশি বিরিয়ানির হাঁড়িতে দেখা যায়। এত যে লাল দুর্গ বলা হয়, সেটা সংবাদমাধ্যমই করছে, রেজাল্টে তার প্রতিফলন পড়ে না।" পাল্টা সাংবাদিককেই তিনি বলেন, "এত যে লাল দুর্গের কথা বলো, তাহলে বিধানসভাতে তো তার প্রতিফলন পড়তে পারে, লোকসভায় পরের কথা। দিল্লি দূর হ্যয়.... মানুষ অনেক দূরে সরে গিয়েছে সিপিএমের থেকে।" তবে এবার সৃজনকে মুখ করার বিষয়ে সায়নী বলেন, "বামেদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। নতুন ছেলেমেয়েদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এটা ভালো বিষয়। কিন্তু ওই... দলের প্রতি আর মানুষের ভরসা নেই।" ১০ মার্চ থেকে প্রচার শুরু করেছেন সায়নী। ৩৫-৩৬ দিন হয়ে গিয়েছে, টানা প্রচার চালিয়েছেন। কেমন অভিজ্ঞতা? সায়নী বললেন, "একটা ঘোরের মধ্যে আছি। আমি চেষ্টা করছি, যতটা মানুষের পাশে থাকা যায়।"

## কোনও বাপের ব্যাটা নেই, হিন্দুস্থানে হিন্দুদের আটকায়: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ হাওড়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাম নবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত হাওড়ায় মিছিলের অনুমতি দেন। মঙ্গলবার সকালবেলা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রাম নবমীতে শোভাযাত্রা বের করা নিয়ে মন্তব্য করলেন তিনি। দিলীপ বললেন, "কোনও বাপের ব্যাটা নেই, হিন্দুস্তানে হিন্দুদের আটকায়।" বস্তুত, যেহেতু রাম নবমীর মিছিল নিয়ে গতবার ঝামেলা হয়, প্রধান বিচারপতি এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেন। সেটাকে হাতিয়ার করেই রাজ্য সরকার শোভাযাত্রার রুট বদলের আবেদন জানায়। এরপরই বিচারপতি বলেন, "২০০ লোকের শোভাযাত্রা যদি পুলিশ সামাল দিতে না পারে তাহলে কিছু বলার নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভিড় সামাল দেওয়ার নির্দেশ দিতে হবে।" এই প্রসঙ্গে আজ দিলীপের প্রতিক্রিয়া চান সাংবাদিকরা। উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, "পঞ্চাশ হাজারের মিছিল হবে রামনবমীতে। কেউ আটকাতে পারবে না। এই দেশ রামের দেশ। ৫০০ বছরের চেষ্টায় রাম মন্দির হয়েছে। হিন্দুরা বিজয় উৎসব পালন করবে।" একই সঙ্গে হিন্দুদের রাস্তায় নামার জন্যও আবেদন করেছেন বিজেপি নেতা। তিনি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। বলেন, "আমি আবেদন রাখছি হিন্দু সমাজের কাছে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নামুন। দিলীপ ঘোষ সঙ্গে আছে। ত্রিশূল ধরেছি। প্রয়োজনে সব ধরব হিন্দু সমাজের জন্য।" বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর হুংকার,"কোনও বাপের ব্যাটার হিম্মত নেই হিন্দুস্থানে হিন্দুদের আটকায়। আদালত এবং সংবিধান আমরা তৈরি করেছি দেশ রক্ষার জন্য।" কার্যত তৃণমূলকে দুষে বলেন, "তৃণমূল এলে তাদের এই নির্বাচনে সমূলে বিনাশ করুন। সমস্ত গ্রামে শোভাযাত্রা হবে। দিলীপ ঘোষ সামনে দাঁড়াবে।" ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতাকে বলতে শোনা গেল, "মামদাবাজি নাকি? ৫০০ বছর পর রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমরা উৎসব করব না? তোমরা রিগিং করে ভোট জিতে বিজয় উৎসব করো। আমরা কেন করব না? আজ থেকে টানা ৪ দিন আমি রাম নবমী পালন করব। কার কত দম আটকে দেখাক।"

## মগজধোলাই করা হয় এই রাজ্যের যুবকদেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ টেলিগ্রাম অ্যাপে আইএস জঙ্গি সংগঠনের গ্রুপে এই রাজ্যের সাত যুবক। এই গ্রুপটিরই অ্যাডমিন বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম কাফেতে বিস্ফোরণের ঘটনার চাঁই আবদুল মতিন আহমেদ ত্বহা। এই মতিন তার সঙ্গী মুসাভির হুসেন শাহজেব বাংলার একাধিক জায়গা ঘুরে কলকাতারই নানা হোটেলে গা ঢাকা দিয়েছিল। তাদের পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি থেকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। বেঙ্গালুরুতে বিস্ফোরণের আগে-পরে আবদুল মতিন ও আরও কয়েকজন এই ঘটনাটি নিয়ে গ্রুপে আলোচনা করে। তারা যে দেশবিরোধী কাজে নিজেদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তা-ও ফলাও করে গ্রুপের অন্য সদস্যদের জানায়। এভাবে গ্রুপের সদস্যদের মগজধোলাই করা হয়। বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণ নিয়ে এই তথ্য এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, টর্কের সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম অ্যাপে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে গ্রুপ তৈরি করেছিল আইএস জঙ্গিরা। গ্রুপের তিন অ্যাডমিনের মধ্যে একজন সিরিয়ার এক জঙ্গি নেতা। দ্বিতীয়জন আবদুল মতিন। তৃতীয় অ্যাডমিন এই দেশেরই বাসিন্দা। ওই গ্রুপে যারা রয়েছে, তাদের একটি বড় অংশ ছাত্র। তাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। আবার একটি অংশ ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে কাজও করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। গ্রুপের মধ্যে সাতজনই এই রাজ্যের। কলকাতারও থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। অনুমান, আইএস জঙ্গি সংগঠন যে ভোটের আগে ভিআইপিদের উপর হামলার ছক কষছে, সেই ব্যাপারে গ্রুপে আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি এনআইএ-র হাতে মোজাম্মেল শেরিফ, আবদুল মতিনের মতো জঙ্গি নেতারা গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও অন্য সদস্যদের মগজধোলাই হয়েছে।

## অভিষেকের বিরুদ্ধে বিজেপির বাজি এলাকার অভিজিৎই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ অবশেষে ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। প্রার্থীর নাম অভিজিৎ দাস। রাজ্য বিজেপির ইলেকশন ম্যানেজমেন্টের কো-কনভেনার হিসাবে কাজ করছেন তিনি। এক সময় বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। বিজেপি তাঁকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড় করাল। বিজেপির দাবি, অভিজিৎ ডায়মন্ড হারবারকে হাতের তালুর মত চেনেন। ফলে তাঁর পক্ষে এই কেন্দ্রে লড়াই দেওয়া যথেষ্টই সহজ বলে মনে করছে দল। একেবারে নীচুতলা থেকে সংগঠন করে এসেছেন অভিজিৎ। এই মুহূর্তে বিজেপির নির্বাচন সংক্রান্ত যে ম্যানেজমেন্ট টিম, তাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি। প্রসঙ্গত, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র নিয়ে নানা নাম উঠে এসেছে বিভিন্ন সময়। তরুণ আইনজীবী নেতা থেকে এক সময় তৃণমূলের ছাত্র পরিষদ করে পরে বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতা, এমনকী এক অভিনেতার নাম নিয়েও জল্পনা হয়েছিল। তবে মঙ্গলবার একেবারে সকলকে চমকে দিল বিজেপি। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র এমনিতেই হাইভোল্টেজ কেন্দ্র। প্রথম থেকেই এই কেন্দ্র নিয়ে আলোচনা চলছে। এ কথা ঠিকই ছিল, সেই কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর বিরোধী দল আইএসএফের নেতা নৌশাদ সিদ্দিকি ঘোষণা করেছিলেন, তিনি অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তবে এই কেন্দ্রে ইতিমধ্যে প্রার্থী দিয়েছে বামেরা, প্রার্থী দিয়েছে আইএসএফ-ও। সেখানে এ বার প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। ফলে সেখানে এক চারমুখী লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

## ভোটের কাজে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ব্যবহার! কমিশনে অভিযোগ বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ অস্থায়ী ও চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরই সেই নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারই সে কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ না মেনে বাংলায় ভোট প্রশিক্ষণের কর্মশালায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল সিপিএম। তা নিয়ে সিপিএমের এক প্রতিনিধিদল কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে। কলকাতার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিজ আফতাবের সঙ্গে দেখা করেন সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ী, রবীন দেব-সহ চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। তাঁরা অভিযোগ করেন, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের চুক্তিতে নিয়োগ করে ভোটের প্রশিক্ষণ দেওয়ানো হচ্ছে। এমনকী ভোটে তৃণমূলের হয়ে বিজ্ঞাপন তৈরির কাজ যে এজেন্সি করছে, তাদের কর্মীদের মাধ্যমেই বিভিন্ন জেলায় ভোটকর্মীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চলছে। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেনারেল)-এর বিরুদ্ধেও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার অভিযোগ করেছে সিপিএম। বাস-অটোর মতো গণপরিবহণে নির্বাচনী হোর্ডিং লাগানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ শমীক লাহিড়ীদের। সিপিএমের বক্তব্য, বিধি অনুযায়ী বাণিজ্যিক কোনও যানে ভোটের প্রচার করা হলে সেই বাস বা অটোর উপার্জনকে নির্বাচনী ব্যয় হিসাবে ধরা উচিত। সুষ্ঠুভাবে ভোটপর্ব সম্পন্ন করতে এবার কমিশন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারি কর্মীদের ভোটের কাজে লাগানো নতুন নয়। তবে সরকারি সংস্থায় যেসব অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছেন, তাঁদের ভোটপ্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যাবে না বলে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সিপিএমের অভিযোগ, কমিশনের সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে না বাংলায় এবং তার নেপথ্যে তারা বাংলার শাসকদল তৃণমূলকে দায়ী করছে। যদিও সিপিএমের এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ নিতে চলেছে, তা জানা যায়নি এখনও।

## গার্ডেনরিচে রেলের হাসপাতালে আগুন, সাহায্যে জওয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ ফের গার্ডেনরিচ। এবার আগুন আতঙ্ক ছড়াল সেখানে। জানা যাচ্ছে, রেল হাসপাতালে আগুন লেগে গিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত সেখান পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। এ দিকে, আগুনের খবর পৌঁছতেই রোগী এবং পরিবারগুলির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। সকাল সাতটা নাগাদ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে বিএনআর হাসপাতালে। তবে দমকলের দাবি, এক ঘণ্টার মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চোখের অপারেশন কক্ষ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। তারপরই দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে। তবে কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ানরাই মূলত রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই এই লাগার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ওয়েস্ট পোর্ট থানার পুলিশ। আগুন লাগার প্রসঙ্গে কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ান বলেন, "আগুন লাগার পরই আমরা রোগীদের সরিয়ে ফেলি। প্রায় দশ থেকে পনেরো রোগী ছিলেন। আমরাও চেষ্টা করছিলাম আগুন নেভানোর। তবে তা না হওয়ায় দমকলকে খবর দেওয়া হয়।" দমকল বাহিনী নিশ্চিতভাবে কিছু না জানালেও প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটই এর কারণ। অগ্নিকাণ্ডের জেরে আপাতত চক্ষু বিভাগের অপারেশন থিয়েটার বন্ধ। নতুন করে যন্ত্রপাতি এনে তবেই অস্ত্রোপচার সম্ভব বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। অগ্নিকাণ্ডের কারণ খুঁজতে তদন্ত শুরু করছে দমকল বাহিনী।

# ক্রীড়া-সংবাদ

## টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন!

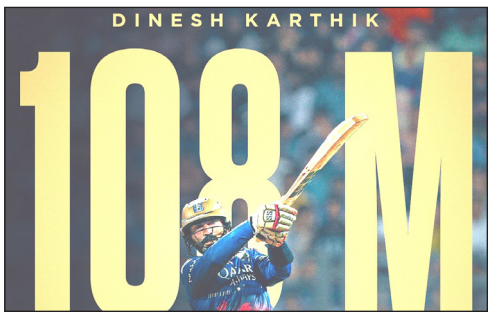


নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ ছক্কা মারলেন ৭টি, যার মধ্যে একটি এবারের আইপিএলে সর্বোচ্চ ১০৮ মিটার। খেলেছেন ৩৫ বলে ৭ ছক্কা ও ৫ চারে ২৩৭.১৪ স্ট্রাইকরেটে ৮৩ রানের ইনিংস। শুধু গতকালই যে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে এমন খেলেছেন, তা নয়, এর আগের ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষেও অপরাজিত ২৩ বলে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেছেন দিনেশ কার্তিক। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত আইপিএলে রান করেছেন ৭৫.৩৩ গড়ে ২২৬। টি-টোয়েন্টিতে কার্তিকের মতো ফিনিশারদের যা দরকার, সেই স্ট্রাইকরেটও দুর্দান্ত—২০৫.৪৫। প্রশ্ন হলো, এত কিছুর পরও কার্তিক কি ভারতের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন? উত্তরটা কার্তিকের বিপক্ষেই যাওয়ার সম্ভাবনাই হয়তো বেশি। কারণ, জুনে ৩৯ ছুঁতে যাওয়া কার্তিক এখন যতটা না ক্রিকেটার, তার চেয়ে বেশি ধারাভাষ্যকার। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ গ্রুপপর্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের পর আর ভারতের হয়ে খেলা হয়নি কার্তিকের। এখন তিনি ধারাভাষ্যকক্ষে সঙ্গ দেন হার্শা ভোগলে, কেভিন পিটারসনেদের। গতকাল তাঁর অমন ব্যাটিং দেখে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান পিটারসেন তো বলেই ফেলেছেন, ‘এর আগে কোনো ধারাভাষ্যকারকে এমন ভালো ব্যাটিং করতে দেখিনি!’ কার্তিককে নিয়ে গতকাল স্টার স্পোর্টসে কথা বলেছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আম্বাতি রাইডু। চেন্নাই ও মুম্বাইয়ের হয়ে দীর্ঘদিন আইপিএল খেলা রাইডু কার্তিককে বিশ্বকাপ দলে চাইছেন, ‘কার্তিক সব সময় মহেন্দ্র সিং ধোনির আড়ালে ছিল, যে কারণে ধারাবাহিক সুযোগ পাননি। সম্ভবত শেষবারের মতো সে ভারতের ম্যাচ উইনার হতে পারে, বিশ্বকাপ দিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করা ও ট্রফি জিততে ভারতকে সহায়তা করার সুযোগ সে পেতে পারে। আমার মনে হয় ভারতের তাকে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত।’ সেই অনুষ্ঠানেই এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত দিয়েছেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তাঁর মতে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বকাপ দলে থাকার দৌড়ে সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা কার্তিকের চেয়ে এগিয়ে। ইরফান বলেছেন, ‘আমার মনে হয় বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে কার্তিকের চেয়ে সঞ্জু স্যামসন এগিয়ে, কিংবা জিতেশ শর্মা—যে সম্প্রতি ভারতের হয়ে খেলেছে। অন্য কেউ ভালো খেলছে বলে বর্তমানে যারা খেলেছেন তাদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।’ ভারতের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার দৌড়ে আছেন বেশ কয়েকজন। স্যামসন, জিতেশের বাইরে এই দৌড়ে আছেন লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষান। অন্যদিকে চোট কাটিয়ে ফেরা ঋষভ পন্তও নিজেকে প্রমাণ করে যাচ্ছেন।

## চলে গেলেন ইংল্যান্ডের সেরা স্পিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ ইংল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে তর্কযোগ্যভাবে সেরা স্পিনার ডেরেক আন্ডারউড ৭৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। ১৯৬৬ সালে টেস্টে অভিষিক্ত এই বাঁহাতি স্পিনার ৮৬ টেস্টে ২৯৭ উইকেট নিয়েছেন। টেস্টে ইংল্যান্ডের স্পিনারদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন। ১৯৮২ সালে শেষ টেস্ট খেলা আন্ডারউডের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ার কেটেছে কাউন্টি দল কেন্টে। ১৭ বছর বয়সে কেন্টের মূল দলে অভিষেকের পর তিন যুগের (১৯৬৩-১৯৮৭) বেশি সময়ে কাউন্টি দলটির হয়ে ৯০০–এর বেশি ম্যাচ খেলেছেন সতীর্থদের কাছে ‘ডেডলি’ তকমা পাওয়া এই স্পিনার। ১৯.০৪ গড়ে কেন্টের হয়ে ২৫২৩ উইকেট নিয়েছেন আন্ডারউড। কেন্ট আজ তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ বিবৃতিতে বলেছে, ‘ক্লাবের একজন আইকন ডেরেক আন্ডারউডের ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুতে শোকাহত কেন্ট ক্রিকেট।’ ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ‘এক্স’-এ পোস্ট করা বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছে বলেছে, ‘এই দেশের অন্যতম সেরা স্পিনার হিসেবে ডেরেক আন্ডারউডকে মনে রাখা হবে।’ পরিচ্ছন্ন অ্যাকশন এবং নিখুঁত লাইন-লেংথের জন্য আলাদা খ্যাতি ছিল আন্ডারউডের। বেশ গতিও ছিল বলে এবং সিমের ওপরও বল করতে পারতেন। বৃষ্টিস্নাত উইকেটে ভয়ংকর ছিলেন আন্ডারউড। ১৯৬৮ অ্যাশেজ সিরিজে ওভালে শেষ টেস্টটি স্মরণীয়। বৃষ্টিবিঘ্নিত সেই টেস্টে মাঠকে খেলার উপযোগী করে তুলতে দর্শকেরাও হাত লাগিয়েছিলেন। মাঠ ও উইকেট খেলার উপযোগী করে তোলার পর সেই ম্যাচে আন্ডারউড ২৭ বলের ব্যবধানে ৪ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে একাই হারিয়ে দেন। ম্যাচ শেষ হতে তখন মাত্র ৬ মিনিট বাকি! ১৩৯ রানে মোট ৯ উইকেট নিয়েছিলেন আন্ডারউড।

## প্যাট কামিন্সই ‘লিডিং ক্রিকেটার’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ একবার নয়, ২০২৩ সালে দুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। জুনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দলটি। পাঁচ মাস পর আরেকটি ফাইনালে সেই ভারতকে হারিয়েই ওয়ানডে বিশ্বকাপেও চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। দুবারই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ট্রফি হাতে তুলেছেন প্যাট কামিন্স। অধিনায়ক হিসেবে দলকে সাফল্য এনে দেওয়া কামিন্স ব্যাট ও বল হাতেও ছিলেন দুর্দান্ত। ক্রিকেটের বাইবেলখ্যাত উইজডেনের চোখে ২০২৩ সালের সেরা পুরুষ ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন কামিন্সই। যে স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক নাম উইজডেন’স লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। কামিন্সের হাত ধরে ১১ বছর পর কোনো অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার পেলেন এই স্বীকৃতি। কামিন্সের আগে সর্বশেষ অস্ট্রেলীয় পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে লিডিং ক্রিকেটার হয়েছিলেন দলটির সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক, ২০১২ সালে। কামিন্সের আগে টানা চার বছর স্বীকৃতিটা পেয়েছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটাররা। ২০২২ সালসহ যেখানে তিনবারই বর্ষসেরা হয়েছিলেন বেন স্টোকস। শুধুই দুটি বিশ্ব আসরে নয়, কামিন্স গত বছর ইংল্যান্ডে হওয়া অ্যাশেজেও নেতৃত্ব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে। রোমাঞ্চকর সেই সিরিজ ২-২–এ ড্র করে মর্যাদার ‘ছাইদানি’ ধরে রাখে অস্ট্রেলিয়া। কামিন্সকে কেন বর্ষসেরার সম্মান দেওয়া হয়েছে, সেটি ব্যাখ্যা করেছেন উইজডেনের সম্পাদক লরেন্স বুথ, ‘বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার সাফল্যে নেতৃত্ব দেওয়ার পর প্যাট কামিন্স অ্যাশেজ ধরে রেখেছেন। এজবাস্টনে প্রথম টেস্টের শেষ দিকে নেমে ব্যাট হাতে অবদান রেখেছেন কামিন্স। এরপর ভারতে বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ২০২৩ সালে আর কোনো সিমার তাঁর ৪২ উইকেটের চেয়ে বেশি পাননি।’ মেয়েদের লিডিং ক্রিকেটার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হয়েছেন ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্ট। ইংলিশ অলরাউন্ডারের বর্ষসেরা হতে বড় ভূমিকা রেখেছে মেয়েদের অ্যাশেজে তাঁর পারফরম্যান্স। ওয়ানডে সংস্করণে টানা দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছেন।

## পেনাল্টি নিতে চেলসি খেলোয়াড়দের ধাক্কাধাক্কি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে গত রাতটা চেলসির জন্য ছিল জাদুকরী। দুর্দান্ত কোল পালমারের ‘পারফেক্ট’ হ্যাটট্রিকসহ (ডান পায়ে, বাঁ পায়ে এবং হেড দিয়ে তিন গোল করলে সেটাকে পারফেক্ট হ্যাটট্রিক বলা হয়) চার গোল। সব মিলিয়ে অনেক দিন মনে রাখার মতো ৬-০ গোলের এক জয়। দলের এমন নিখুঁত পারফরম্যান্সের পর যেকোনো কোচের তৃপ্তির ঢেকুর তোলার কথা। কিন্তু এভারটনের বিপক্ষে বড় জয়ের সন্তুষ্টি থাকলেও পুরোপুরি স্বস্তিতে থাকতে পারছেন না চেলসি কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। বলা যায়, ম্যাচের একটি ঘটনা স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না পচেত্তিনোকে। কী সেই ঘটনা? প্রথমার্ধে ৪–০ গোলে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে চেলসির সামনে গোল করার সুযোগ আসে ৬৪ মিনিটে। বক্সের ভেতর পালমার ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় চেলসি। রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর বল ছিল মালো গুস্তোর হাতে। তাঁর কাছ থেকে সেটি নিতে ছুটে যান ননি মাদুয়েকে এবং নিকোলাস জ্যাকসন। তবে থাবা দিয়ে বলটি কেড়ে নেন মাদুয়েকে। এরপর কিছু সময় ধরে মাদুয়েকে ও জ্যাকসনের মধ্যে চলে বিতণ্ডা। একটু পর দুজনের বিবাদ মেটাতে আসেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা। অভিজ্ঞ সিলভা কোনো রকমে বুঝিয়ে–সুঝিয়ে সরিয়ে নেন মাদুয়েকেকে। বল তখন জ্যাকসনের হাতেই ছিল। এরপর মাদুয়েকের কাছ থেকে বল নিতে এগিয়ে আসেন পালমার ও অধিনায়ক কনর গ্যালাগার। কথা–কাটাকাটির মধ্যে গালাগার বল নিয়ে দেন পালমারের হাতে। এরপর পালমালের কাছ থেকে বল নিতে আবার দৌড়ে আসেন জ্যাকসন। এ সময় জ্যাকসনকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন পালমার। পেনাল্টি নেওয়ার জন্য পালমার বল স্পটে বসানোর সময় গ্যালাগার একরকম জোর করে সরিয়ে দেন জ্যাকসন ও মাদুয়েকেকে। পরে পেনাল্টি থেকে নিজের চতুর্থ ও দলের পঞ্চম গোলটি করেন পালমার। ম্যাচের পর দলের খেলোয়াড়দের এমন আচরণ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন কোচ পচেত্তিনো। পালমারেরই পেনাল্টি নেওয়া কথা ছিল বলে জানান আর্জেন্টাইন এ কোচ।

## ভিডিও পোস্ট নিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ ঘটনাটি গত সপ্তাহের। ভারতের সাবেক সেই ব্যাটসম্যানের নাম প্রকাশ করেনি সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। তিনি এবার আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। সংবাদমাধ্যমটি এটুকু জানিয়েছে, আইপিএলে এক ম্যাচে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সেই সাবেক ব্যাটসম্যান নিজের একটি ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন। এরপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক অফিশিয়াল তাঁকে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে মুছে ফেলতে বলেন। ধারাভাষ্যকারেরা আইপিএলে ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামের কোনো অংশের ছবি যেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট না করেন, সেটি নিশ্চিত করাই বিসিসিআইয়ের সেই অফিশিয়ালের দায়িত্ব। তবে ব্যাপারটা সহজে রফা হয়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ অনুসারী রয়েছে সেই ধারাভাষ্যকারের। তিনি শুরুতে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানান। বিসিসিআই অফিশিয়ালের তরফ থেকে একাধিকবার অনুরোধের পর রাজি হন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের সম্প্রচার স্বত্ব যাদের, তারা আইপিএলে ম্যাচের দিন ধারাভাষ্যকারদের স্টেডিয়ামের ছবি এবং ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করাটা ভালো চোখে দেখছে না। আর গত সপ্তাহের ঘটনাটি সাম্প্রতিকতম। কোনো ব্যক্তি বা দল ম্যাচের দিনের ছবি কিংবা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে যেন অনুসারীর সংখ্যা বাড়াতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে চায় বিসিসিআই ও আইপিএল সম্প্রচার–স্বত্বের আধিকারিকেরা। বিসিসিআই এ বিষয়ে পদক্ষেপও নিয়েছে। আইপিএলে ধারাভাষ্যকার, খেলোয়াড়, মালিকপক্ষ এবং প্রতিটি দলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কনটেন্ট টিমকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলে দিয়েছে, এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে পরিণতি মেনে নিতে হবে। আইপিএলে একজন ধারাভাষ্যকারের ভেন্যুর ইনস্টাগ্রাম লাইভ পোস্টে ভিউ ১০ লাখ ছুঁয়েছে। নিজেদের খেলা ম্যাচের লাইভ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করায় আইপিএলের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে ৯ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে। আইপিএলে ‘লাইভ ম্যাচ’ এবং ‘ভেন্যু’ (ফিল্ড অব প্লে) নিয়ে কনটেন্টের একচ্ছত্র অধিকার শুধু টুর্নামেন্টের সম্প্রচার–স্বত্বের দুই স্বত্বাধিকারীর—টিভির জন্য স্টার ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য ভায়াকম ১৮। তবে আইপিএলে অংশ নেওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোকে কিছু ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। দলগুলোকে বলা হয়েছে, ম্যাচের ভিডিও কিংবা ফুটেজ যেন সরাসরি তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডলে পোস্ট না করা হয়। তবে ম্যাচের অল্প কিছুসংখ্যক ছবি তারা পোস্ট করতে পারবে। বিসিসিআই এবং আইপিএলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডলে যা কিছু পোস্ট করা হয়, সেসব রিপোস্ট করতে পারবে দলগুলো, খেলোয়াড় এবং ধারাভাষ্যকারেরা। বিসিসিআইয়ের এক অফিশিয়াল এ নিয়ে বলেছেন, ‘আইপিএলের স্বত্বের জন্য সম্প্রচারকেরা প্রচুর টাকা দিয়েছেন। ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে পারেন না’।

# বক্স অফিস

## ২০০ কোটি খরচ করে সুহানাকে বড়পর্দায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ শাহরুখের কাঁধে এখন প্রচুর চাপ। একদিকে যেমন ছেলে আরিয়ানের কেরিয়ার সামলাতে পোশাকের কোম্পানি খুলে দিয়েছেন, তাঁর পরিচালিত প্রথম সিরিজে টাকাও ঢালছেন শাহরুখ। আর এবার পালা মেয়ের। বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বলিপাড়ায় মেয়ে সুহানার মাটি শক্ত করার জন্য নাকি ২০০ কোটি টাকা খরচ করে ছবি প্রযোজনা করতে চলেছেন বলিউড বাদশা। পরিচালক জোয়া আখতারের হাত ধরে ইতিমধ্যেই নেটফ্লিক্সে 'দ্য আর্চিস' ছবি দিয়ে হাতে খড়ি হয়েছে সুহানার। তবে তাঁর অভিনয় খুব একটা দাগ কাটতে পারেনি। উলটে সুহানাকে ঘিরে নানা ট্রোল নজরে এসেছিল। তবে ওসবকে পাত্তা দেননি সুহানা বা শাহরুখ। শাহরুখকন্যার এখন মন নতুন ছবিতে। প্রথমে জল্পনা ছিল সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় বড়পর্দায় জুটি বাঁধছে বাবা-মেয়ে। তার দিন কয়েক যেতেই শোনা গেল, সুজয় ঘোষের পরিচালনাতেই স্ক্রিন শেয়ার করবেন শাহরুখ খান ও তাঁর মেয়ে সুহানা। তবে শাহরুখের সঙ্গে যৌথভাবে ছবিটি প্রযোজনা করবেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। প্রথমবার শাহরুখ-সুহানা একসঙ্গে। সেই ছবি নিয়ে যে অনুরাগীদের কৌতূহল তুঙ্গে থাকবে তা বলাই বাহুল্য। কোন ভূমিকায় দেখা যাবে শাহরুখকে? ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, সুজয় ঘোষের এই স্পাই থ্রিলারে সুহানার চরিত্রকে আরও বলিষ্ঠ করার উদ্দেশে শাহরুখের জন্য বিশেষভাবে একটি চরিত্র ডিজাইন করা হয়েছে। গোয়েন্দার ভূমিকায় যেখানে বাদশাকন্যা থাকছেন, সেখানে কিং খানকে 'হ্যান্ডলার'-এর চরিত্রে দেখা যেতে পারে। যিনি রহস্য সমাধানে সুহানাকে চালিত করবেন। প্রি-প্রোডাকশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার।

## শান্তির খোঁজে দলাই লামার দ্বারস্থ কঙ্গনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ হিমাচলে জমিয়ে ভোট প্রচার সারছেন বিজেপির তারকা প্রার্থী কঙ্গনা রানাউত। নিজেকে 'মান্ডিকন্যা' বলেই প্রচারে এলাকাবাসীদের সঙ্গে জনসংযোগে ব্যস্ত কঙ্গনা। আর এরই মাঝে কঙ্গনা পেলেন সুবর্ণ সুযোগ। দেখা করলেন তিব্বতী বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক নেতা দলাই লামার সঙ্গে। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করে কঙ্গনা লিখলেন, "আমি খুবই ভাগ্যবতী। দলাই লামা লামার দর্শন পেলাম। আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিন এটা। দলাই লামা জানালেন, তিনি হিমাচলকে ভালোবাসেন। ভারতকে ভালোবাসেন। সৎয়িই আমি গর্বিত।" কঙ্গনা রোজই এখন কোমর বেঁধে ভোটপ্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মাইক হাতে মান্ডির নানা জায়গায় বক্তব্য রাখছেন তিনি। শুক্রবার এমনই এক সভা থেকে নারীশক্তি নিয়ে রীতিমতো হুঙ্কার ছাড়লেন কঙ্গনা। কঙ্গনার কথায়, "এই লড়াই শুধু আমার নয়। এই লড়াই আমাদের সবার। এই লড়াই নারী সম্মানের লড়াই। এই লড়াই হিমাচলের সম্মানের। আর এই লড়াই আমরা জিতবই।" কঙ্গনার জনসভায় একটি ভিডিও প্রদর্শিত হয়। যেখানে কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথের 'বেশ্যা' মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে

মহাভারতের দ্রৌপদীর একটি সংলাপ শোনা যায়। কঙ্গনাও যে দ্রৌপদীর মতোই নারীশক্তির প্রতীক, তা যেন এই ভিডিওতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কঙ্গনার কপালে হিট নেই। তবে তিনি খবরে রয়েছেন। সিনেমা হোক বা রাজনীতি, নানা বিতর্কে মুখ খুলে কঙ্গনার অপর নাম বিতর্ক 'ক্যুইন'। ঠিক এই সময় থেকেই নিন্দুকরা লক্ষ্য করেছেন, নানা ভাবে গেরুয়া শিবিরের নজর কাড়তে কঙ্গনা একেবারে তটস্থ। কঙ্গনার মোদি ভক্তিই বুঝিয়ে দিয়েছিল, সিনেমার কেরিয়ারকে জলাঞ্জলি দিয়ে কঙ্গনার পাখির চোখ রাজনীতি। বিশেষ করে পদ্ম হাতেই যে রাজনীতির মাঠে 'মণিকর্ণিকা' হতে চেয়েছিলেন কঙ্গনা তা ছিল স্পষ্ট। যেমন প্ল্যান, তেমনই কাজ।

## অভিনেতার ঠোঁট ছুঁতেই বমি পায় রবিনার

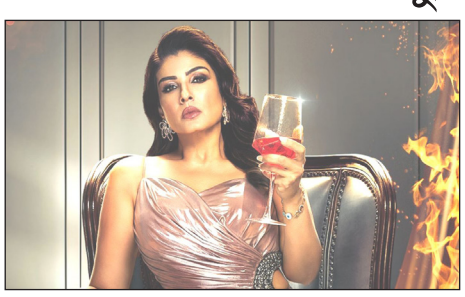

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ ৯০ দশকে তিনি ঝড় তুলেছিলেন বলিউডে। মিষ্টি হাসি, দারুণ অভিনয়ে মুগ্ধ করেছিলেন তামাম দর্শককে। তিনি আর কেউ নন– রবিনা টন্ডন। জানেন কি, এ হেন রবিনার সঙ্গেই কেরিয়ারের মধ্যগগনে ঘটে গিয়েছিল এমন কিছু ঘটনা, যা ভাবলে এখনও অস্বস্তি হয় তাঁর। কী সেই ঘটনা? এত বছরের কেরিয়ারে রবিনার একটা শর্ত ছিল, তিনি কোনওদিন অনস্ক্রিন কোনও অভিনেতাকে চুমু খাবেন না। তবে অঘটন তো আর বলে কয়ে আসে না। এই শর্তেরই একবার হয়ে গিয়েছিল হেরফের। যে ঘটনার আফসোস আজও হয় তাঁর। এক পুরুষ অভিনেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এক দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর ঠোঁটে ছুঁয়ে যায় তাঁর ঠোঁট। আর তাতেই শরীর জুড়ে শুরু হয় মারাত্মক অস্বস্তি। রবিনার কথায়, "এখনও মনে আছে, এক অভিনেতার সঙ্গে ধস্তাধস্তির এক দৃশ্য শুট করছিলাম আমি। এখনও মনে আছে হঠাৎ করেই আমার ঠোঁট তাঁর ঠোঁট ছুঁয়ে ফেলে। আমার ভুল ছিল। এসবের কোনও দরকার ছিল না। আমি আমার ঘরে যাই, আমার বমি পাচ্ছিল। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, যাও গিয়ে ব্রাশ কর, ১০০ বার তোমার মুখ ধোও।" অভিনেতার পরিচয় যদিও তিনি জানাননি। তবে এটা জানিয়েছেন পরবর্তীতে সেই অভিনেতা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। খুব শীঘ্রই তাঁর মেয়ে রাশা থাডানিও বলিউডে পা রাখতে চলেছেন। অজয় দেবগণের ভাগ্নের সঙ্গে বলিপাড়ায় ডেবিউ করতে চলেছেন তিনি।

## কড়া বার্তা দিলেন আরবাজও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৬ এপ্রিলঃ সলমন খানের বাড়িতে হামলার পর থেকে নানা খবর ছড়াচ্ছে। অনেকে এ বিষয়ে মন্তব্য করছেন। নানা খবর ছড়াচ্ছে। এতেই চটেছেন আরবাজ খান। সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়ে যাবতীয় রটনার জবাব দিয়েছেন তিনি। পয়লা বৈশাখের ভোরে সলমনের বাড়ির সামনে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, দুই বাইক আরোহী এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। শোনা গিয়েছে, প্রায় চার রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। সলমনের বাড়ির দেওয়ালেও বুলেট লেগেছে বলে খবর। এই ঘটনায় সারা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তের ভার গিয়েছে মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সোশাল মিডিয়া পোস্টে আরবাজ জানান, দুই বাইক আরোহী গুলি চালানোর পর থেকে সলমন খানের পরিবার অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন সময় কয়েকজন পরিবারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার দাবি করে মুখপাত্র হওয়ার ভান করছেন। সংবাদমাধ্যমে বলছেন এ সবই 'পাবলিসিটি স্টান্ট'। সলমনের পরিবারে এর প্রভাব পড়েনি বলেও দাবি করছেন। এর জবাব দিয়ে আরবাজ লেখেন, "সেলিম খানের পরিবারের থেকে এই বিষয়ে কোনও

স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। পুলিশের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং তাঁরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য যথাসাধ্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। সবাইকে ধন্যবাদ ভালোবাসা আর সাপোর্ট দেওয়ার জন্য।" এর আগে শোনা গিয়েছিল সলমনের বাড়িতে হামলা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তাঁর বাবা সেলিম খান এবং তিনি নাকি বলেছেন, "চিন্তার কোনও কারণ নেই। ওঁরা বোধহয় পাবলিসিটি চেয়েছিল। চিন্তার কোনও কারণ নেই।" এমন খবরের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই হয়তো আরবাজ সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছেন। এদিকে ভাইজানের এই প্রাণনাশের হুমকির নেপথ্যে কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বারবার গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইর নাম উঠে এসেছে। কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগ উঠেছিল সলমনের বিরুদ্ধে। তারপর থেকেই সুপারস্টারকে নিজের শত্রু হিসেবে মানে বিষ্ণোই।